Issue cover not available

Vol. 14 | No. 2 | 1970

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

Volume	14
Issue	2
Year	1970
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবুল কাসেম ফজলুল হক
Published online	December 1, 1970
DOI	10.62328/sp.v14i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v14i2.6
Pages	190-197
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

Check for updates

ওয়াকিল আহমদ

প্রথম প্রকাশ : ১৫ই মে, ১৯৭০

প্রকাশক : খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা।

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৪৩

মূল্য : এগার টাকা॥

টি. এস্. এলিয়ট এক প্রবন্ধে বলেছিলেন, "From time to time, every hundred years or so, it is desirable that some critic shall appear to review the past of our literature, and set the poets and the poems in a new order ... ... It is that no generation is interested in Art in quite the same way as any other ; each generatson, like each individual, brings to the contemplation of art its own categories of appreciation, makes its own demands upon art and has its own uses for art." প্রত্যেকটি নতুন জেনারেশন পূর্ববর্তী জেনারেশন সমূহের সঙ্গে নানা ভাবে বিরোধিতা করেই সৃষ্টির নতুন সম্পদ উপহার দিয়েছেন। আর এই বিরোধের মধ্যেই তাঁদের পার্থক্যের পরিচয়ও নিহিত রয়েছে। শিল্প-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কোন কোন পর্যায়ে পূর্ববর্তীদের সঙ্গে পরবর্তীদের পার্থক্য একেবারে আমূল। ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের কবি-শিল্পীদের সঙ্গে তাঁদের পূর্ববর্তীদের, কিংবা বাংলা সাহিত্যের উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক কবি-শিল্পীদের সঙ্গে তাঁদের পূর্ববর্তীদের পার্থক্য তারই দৃষ্টান্ত। এই ধরণের আমূল পার্থক্য যে শতাব্দী কালের মত একটা সময়-পরিধির মধ্যেই ঘটবে, তা নয়। সমাজের বিরাট বিরাট উত্থান-পতনের সঙ্গে এর সম্পর্ক এবং সে উত্থান-পতন কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ধরে সংঘটিত হয় না। পূর্ববর্তী জেনারেশনের সঙ্গে পরবর্তী জেনারেশনের, পূর্ববর্তী যুগের সঙ্গে পরবর্তী যুগের শিল্প-জিজ্ঞাসা ও শিল্প-দৃষ্টির

এইসব পার্থক্যের ফলেই প্রত্যেক জেনারেশনের ও প্রত্যেক যুগের সমালোচকদের অতীতের শিল্প-সাহিত্যের নব-মূল্যায়ন ও নব-বিশ্লেষণ করতে হয়।

উনবিংশ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের জীবনে তেমনি একটি সময় যখন এক সম্পূর্ণ নতুন শিল্প-দৃষ্টি ও বিশ্বদৃষ্টি তাতে এক নবযুগের সূচনা করেছিল। এই যুগের নানা পর্বে এই সাহিত্যের অতীত কর্ম সমূহের নব মূল্যায়নের ও নব-বিশ্লেষণের বহুবিধ চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু নানা কারণে আরবী-ফারসী-হিন্দী ভাষার বিভিন্ন কাহিনী-কাব্য অবলম্বনে রচিত মধ্য-যুগের বাংলা কাহিনী কাব্য সমূহের উপযুক্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন হয়নি। এর ফলে যুগের চাহিদা অনুযায়ী এই বিষয়ের উপর আলোচনার একটা প্রয়োজন আমাদের সাহিত্য পরিমণ্ডলে অনেক দিন থেকেই অনুভূত হয়ে আসছে। আর উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে যে-সব সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাঙ্গা-গড়া সংঘটিত হয়েছে এবং যে-সব নতুন দর্শন ও চিন্তাধারার উদ্ভব, বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে, তার প্রভাবেও শিল্প-সাহিত্যের জগতে বহু নতুন বিকাশ ঘটেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেও বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের পূর্বোক্ত কর্ম-সমূহের নববিশ্লেষণ ও নবমূল্যায়নের প্রয়োজন অনুভূত হয়ে আসছে। সাম্প্রতিক কালে খণ্ড-বিচ্ছিন্নভাবে এ বিষয়ের উপর যে-সব আলোচনা হয়েছে, সে-গুলো কোন-ক্রমেই এই সামগ্রিক প্রয়োজনের পক্ষে প্রতুল নয়। 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' গ্রন্থে অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ প্রথমবারের মত একটি বৃহদাকার গ্রন্থ রচনা করে এ-বিষয়ের উপর একটা পরিপূর্ণ আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন।

লেখকের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তবে এই সুদীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে লেখক কোন সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ-পদ্ধতি কিংবা বিচার-পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও এর রচনা-পদ্ধতি সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য :

> "প্রাচীন কালের বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ধারার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করব এরূপ আশা পোষণ করে গ্রন্থখানি

প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছি। সাহিত্যের সুবিজ্ঞ গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি নয়, সাহিত্যের রসজ্ঞ সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছি। এজন্য কাব্যের পাণ্ডুলিপি, রচনাকাল, কবি-জীবনী ইত্যাদি প্রশ্নকুটিল ও তর্কজটিল সমস্যায় প্রবেশ করিনি বরং কবি কর্ম, কাব্য-সৌন্দর্য, রসতাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ের রূপ-সার্থকতার উপর অধিক আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। মোট কথা, কাব্যের এস্‌থেটিক ভ্যালু প্রাধান্য পেয়েছে।"

লেখকের এই উক্তিতে কিছুটা স্ববিরোধ লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যের কোন ধারার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করতে হলে সে-ধারার রচনা সমূহের কাল, রচয়িতাদের জীবন-পরিবেশ ও আন্তরগরজ, সমাজ-ব্যবস্থা ও যুগ-প্রেরণা এবং সে ধারার ক্রমবিকাশের কার্য-কারণ ইত্যাদির আলোচনা অপরিহার্য। আলাওলের জন্মস্থান ফরিদপুর কি চট্টগ্রাম জেলায়, কিংবা আলাওলের জন্ম কোন্ খ্রীষ্টাব্দে—এই ধরণের সূক্ষ্ম বিতর্কে হয়তো লেখক না যেতে পারেন, কিন্তু আলাওলের কর্ম-জীবন ও সাহিত্য-জীবন কোথায় কি-ভাবে কেটেছে এবং তিনি কোন্ শতাব্দীর লোক—পূর্বসূরীদের কাছ থেকে তিনি কি পেয়েছেন আর উত্তরসূরীদের তিনি কি দান করে গেছেন—এসব আলোচনায় লেখককে যেতেই হবে। অথচ এই ধরণের আলোচনার প্রয়োজন বহুলাংশে অস্বীকৃত হয়েছে লেখকের উদ্ধৃত বক্তব্যে। অপর দিকে কাব্যের এ্যাস্‌থেটিক ভ্যালু নির্ধারণ করতে হলে তার জন্য প্রয়োজন একটা বিচার পদ্ধতির কিংবা মানদণ্ডের। সমাজের প্রচলিত বিচার-পদ্ধতি ও মানদণ্ড লেখকের মনঃপুত হলে তা তিনি গ্রহণ করতে পারেন, কিংবা তাগিদ অনুভব করলে কোন নতুন মানদণ্ড বা বিচার-পদ্ধতি তিনি আবিষ্কারও করে নিতে পারেন। কিন্তু কোন না কোন মানদণ্ড বা বিচার-পদ্ধতি ছাড়া কোন কাব্যের বা সাহিত্য-ধারার এ্যাস্‌থেটিক ভ্যালু নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে লেখক কোন বিচার-পদ্ধতি বা মানদণ্ডের উল্লেখ করেননি, এবং গ্রন্থ পাঠ করার পরও বুঝতে

পারা যায় না, লেখক কোন্ মানদণ্ড অনুযায়ী কোন কাব্যকে উৎকৃষ্ট এবং কোন কাব্যকে নিকৃষ্ট বলেছেন।

পদ্মাবতী, গুলেবকাওলী, চন্দ্রাবতী, মধুমালতী, সতীময়না—লোর-চন্দ্রানী, ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল প্রভৃতি মধ্য যুগের বাংলা কাহিনী কাব্যকে গ্রন্থকার রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান বলে অভিহিত করেছেন। ইতিপূর্বেও কোন কোন পণ্ডিত এইসব কাব্যে কমবেশী রোমান্টিক উপাদান রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান গ্রন্থকার যে-সব বক্তব্যের পুণর্বিচারের প্রয়োজন অনুভব করেননি, সরাসরি এগুলোকে তিনি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান বলে অভিহিত করেছেন। রোমান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্য এবং পূর্বোক্ত কাব্য সমূহ কি অর্থে রোমান্টিক, সে সম্পর্কে আলোচ্য গ্রন্থে আমরা প্রথম আলোচনার সাক্ষাৎ পাই ১৩৬ পৃষ্ঠায় গিয়ে। লেখকের মতে :

> "শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে রিয়াল বা বাস্তববাদী সেখানে ক্লাসিক রচনার জন্ম, আর যেখানে তা বাস্তবধর্মী নয় সেখানে রোমান্টিক রচনার জন্ম। দিনের আলোর মত যা সত্য, বাস্তব ভিত্তিতে যার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আছে, ইন্দ্রিয়ময় উপলব্ধি, রূপময় অভিব্যক্তি আছে, তাই ক্লাসিক পর্যায়ভুক্ত। এর বিপরীত হলে রোমান্টিক হওয়ার কথা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, রোমান্টিকতা বাস্তববিরোধী শৈল্পিক চৈতন্য নয়। রোমান্টিকতা কল্পনা নির্ভর বটে, কিন্তু 'কাল্পনিকতা'র বিষয় নয়। অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে রোমান্টিকতার উপাদান আছে।"

এইসব উক্তিতে পারম্পর্য, পারিপাট্য ও সূক্ষ্মতার অভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। ক্লাসিক পর্যায়ভুক্ত রচনার যে সংজ্ঞা গ্রন্থকার এখানে দিয়েছেন তা-ও যথার্থ নয়। ক্লাসিক সম্পর্কে "··· a 'classic' may be simply defined as a book which has stood the test of time, and by its stability and permanence, and the universality and persistency of its appeal

has given unmistakable assurance of immortal life." — এই বক্তব্যই আজও চূড়ান্ত। আর ক্লাসিসিজম বলতে বিশ্ববিশ্রুত সমালোচকেরা প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের শিল্পাদর্শকে বুঝিয়েছেন। অপর দিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফরাসী, ইংরেজী ও জার্মান সাহিত্যে যে নতুন সাহিত্যাদর্শের উদ্ভব ঘটেছিল তা রোমান্টিসিজম বলে অভিহিত। ইংরেজী সাহিত্যে এই যুগের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ, কোলরিজ, সাউদি, স্কট, বাইরণ, শেলী, কীটস্, ল্যাম্ব ও হ্যাজলিট প্রমুখ। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে রোমান্টিসিজম ও ক্লাসিসিজম—দুই পৃথক দেশ কালের দুই পৃথক সাহিত্যাদর্শ, একটি অন্যটি থেকে আলাদা এবং উভয়েই স্ব-স্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই দুই সাহিত্যাদর্শের উপাদান সমূহকে বিচার করলে দেখা যাবে রোমান্টিক উপাদান ও ক্লাসিক উপাদান একে অন্যের বিপরীত কিংবা বিরোধী নয়, বরং একে অন্যের পরিপূরক। যে কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মে ক্লাসিক উপাদান যেমন বিরাজ করে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিপূরক হিসেবে বিরাজ করে রোমান্টিক উপাদানও এবং এই উভয়বিধ গুণের সমন্বয়েই কোন সাহিত্যকর্ম শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করে ও ক্লাসিক পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে।

নিজের ধারণা অনুযায়ী রোমান্টিক কাব্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার পর গ্রন্থকার বলেছেন :

> "এর আলোকে মধ্যযুগের রোমান্টিক আখ্যানকাব্যের বিচার করা যাবে না। উনিশ শতকের গীতি কবিরা দৃষ্টিভঙ্গিতে ও প্রকাশভঙ্গিতে সহজ রহস্যের বাতাবরণ রচনা করেছেন, আখ্যায়িকা কাব্যের বিরাট কলেবর ও ভাষার স্থূলতার জন্য মধ্যযুগের কবিদের কাছে সে সুযোগ ছিল না। ফলে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বা অলৌকিক বিষয়কে তথ্যমুক্ত মানস সম্পদে পরিণত করতে পারেননি। এটাকে অন্যভাবে বলা যায়, তাঁরা অপ্রাকৃত উপাদানগুলিকে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে জীবনের আসঙ্গ করে তুলেননি। ... "

গ্রন্থকারের বর্ণনার মধ্যে রোমান্টিক কাব্যের সঙ্গে আলোচ্য প্রণয়োপাখ্যান সমূহের বৈসাদৃশ্যের কথাই শুধু বলা হয়েছে। সাদৃশ্যের কথা আছে একমাত্র অন্তিম বাক্যটিতে এবং তারও অর্থ যথেষ্ট স্পষ্ট নয়ঃ

> মধ্যযুগের রোমান্টিকতার সঙ্গে আধুনিকযুগের রোমান্টিকতার এখানেই প্রধান পার্থক্য থেকে গেছে। অর্থাৎ উপাদানে প্রায় এক হয়েও উৎপাদনে উভয়ে অভিন্ন হতে পারেনি। কেবল সাধারণভাবে অন্তরের রহস্যঘন বিমূর্ত ভাবসামগ্রী প্রেমকে যদি রোমান্সের বিষয় বলে ধরে নিই তবে তার শিল্পমূর্তি হিসেবে মধ্যযুগীয় প্রণয়োপাখ্যানগুলি যথার্থ রোমান্টিক।

আধুনিক রোমান্টিক কবিতা ও বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রণয়োপাখ্যান সমূহ কি উপাদানের দিক থেকে একরূপ? নিশ্চয়ই নয়। আর কোন অর্থেই সেগুলোকে 'যথার্থ' রোমান্টিক কাব্যও বলা যায় না। সেগুলোতে রয়েছে মূলতঃ ফ্যান্টাসি বা অলৌকিতা দিয়ে পাঠক মনে চমক লাগিয়ে দেওয়ায় ও পাঠকের বিস্ময়বোধকে সচকিত করে দেওয়ার চেষ্টা। তাতে যে প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তাকেও জীবন থেকে স্বতোৎসারিত বলে মনে হয় না। এইসব কাব্যকে এত সহজভাবে ও নিঃসঙ্কোচে রোমান্টিক কাব্য বলে অভিহিত করার ফলে রোমান্টিক শব্দটির যথার্থ ব্যবহার হয়নি।

অনুবাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেছেনঃ

> "মূলের নিষ্টিক কাব্যকে বাঙালী কবিগণ পুরোপুরি রোমান্টিক কাব্য করে তুলেছেন। একে আমরা ভাষান্তরকর্ম বলব না, কাব্য রসের অভিনব সৃষ্টি বলেই চিহ্নিত করব। বাল্মীকির রামায়ণ থেকে কাব্য-কাহিনী নিয়ে মধুসূদন দত্ত মেঘনাদবধ কাব্য লিখেছিলেন। বাল্মীকির বাণী হল রামের মত চিন্তা কর, রাবণের মত নয়। মধুসূদনের বাণী হল, রাবণের মত চিন্তা কর, রামের মত নয়। মাইকেলের এ-চিন্তা সজ্ঞান প্রসূত। রোমান্টিক কবিরা নাগরিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তাঁদের রোমান্টিক

প্রেম কাব্য রচনায় যদি সচেতন মানস পরিচর্যা সক্রিয় থেকে থাকে তবে তাঁদের দর্শন হবে মানবিক, আধ্যাত্মিক নয়। মধ্যযুগীয় চেতনায় এ-দানকে বড় বলেই মানব।"

এইসব উক্তি যথেষ্ট সচেতন নয় এবং এ-গুলোর মধ্যে যুক্তির চেয়ে উচ্ছ্বাস অধিক। সমগ্র গ্রন্থ জুড়েই প্রণয়োপাখ্যানগুলোর প্রতি লেখকের একটা অকারণ উচ্ছ্বসিত প্রশংসার প্রকাশ ঘটেছে—যা ঠিক যুক্তি পরম্পরায় ঘটেছে বলে মনে হয় না।

এ-গ্রন্থে শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ-জোলেখা, দৌলত উজির বাহরাম খানের লায়লী মজনু, শাহ বারিদ খানের বিদ্যাসুন্দর ও হানিফা-কয়রাপরী, দোনাগাজী চৌধুরীর সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, মুহম্মদ কবীরের মধুমালতী, কাজী দৌলতের সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী, কোরেশী মাগন ঠাকুরের চন্দ্রাবতী, আলাওলের পদ্মাবতী ও নওয়াজিস খানের গুলে বকাওলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এইসব কাব্যের প্রত্যেকটি সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন তথ্যের একত্র সমাহার করতে ও নিজের ভাষায় সেগুলোর কাহিনী বর্ণনা করে মূল কাব্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে ও মূল কাব্যের রস পাঠকের মনে সম্প্রসারিত করে দিতে চেষ্টা করেছেন লেখক। যদিও গ্রন্থের এক তৃতীয়াংশের অধিক ব্যয়িত হয়েছে সুদীর্ঘ ভূমিকা রচনায়, তবু মনে হয় ভূমিকাটা অতিরিক্ত। ভূমিকায় যে-সব কথা বলা হয়েছে তার প্রায় সবই পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বর্তমান। ভূমিকা পাঠ করতে গিয়ে মনে হয়, এ-গ্রন্থের প্রধান ত্রুটি সুপরিকল্পনার অভাব। তবে গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়গুলো মধ্যযুগের বাংলা কাহিনী কাব্য সমূহের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পথে পাঠককে সাহায্য করবে। এতগুলো তথ্যের একত্র সমাহার করতে গিয়ে গ্রন্থকার যে কঠোর শ্রম নিয়োজিত করেছেন, তা আমাদের এই অস্থির সমকালে দুর্লভ। এ-বই ছাত্র-ছাত্রীদের একটি সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে প্রয়োজনীয় হতে পারে।

ভাষাব্যবহারে লেখক যথেষ্ট সচেতন নন। এর ফলেও গ্রন্থের আবেদন অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হয়েছে। কয়েকটি ভাষা সংক্রান্ত ত্রুটির উল্লেখ করা যাচ্ছে :

১. আকবরের আমলে বাংলায় দেয় রাজকর ছিল ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় প্রথম স্থান। (পৃঃ ১১)

২. মানব জীবনের মূল্য স্বীকৃতি এবং তদাশ্রয়ে রহস্য ও উপভোগ্য রসসৃষ্টি সেদিনের পাঠকদের মুগ্ধ করেছিল আজ আমরাও মুগ্ধ, চিরকালের রসিক পাঠকের কাছে তা বিমুগ্ধতার উৎস। সুতরাং মানব প্রাধান্য বাংলা রোমান্টিক কাব্যের প্রেমের মধ্যে বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, কামনা-বাসনা, চাওয়া-পাওয়ার লীলা থাকবে তাই স্বাভাবিক। (পৃঃ ৬)

৩। কবি-কর্মের কোন কোন দিকে ভারতচন্দ্র চরমোৎকর্ষ দেখিয়েছেন, কিন্তু বিষয়বস্তুর ধার্মিকতা, আঞ্চলিকতা ও চটুলতা দ্বারা তিনি আবদ্ধ, স্থান-কাল পাত্র-প্রথার সীমা অতিক্রম করে যাননি। (পৃঃ ৪০৬—৭)

এইসব ব্যাক্যের কোনটির অর্থ অস্পষ্ট, কোনটিতে শব্দব্যবহার যথার্থ হয়নি, কোনটি বা নিতান্ত শিথিল।

টি. এস. এলিয়টের পূর্বোদ্ধৃত বক্তব্য পাঠে আমরা যে ধরণের সমালোচনার প্রত্যাশী হই এবং বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমাদের সাহিত্য পরিমণ্ডলে মধ্যযুগের বাংলা কাহিনী কাব্য সমূহের যে ধরণের আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করি, অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদের এ-গ্রন্থ তা মেটাতে সক্ষম না হলেও উত্তর-সাধকদের সাধনার ক্ষেত্রে এ-গ্রন্থ নিঃসন্দেহে সহায়ক হবে।

আবুল কাসেম ফজলুল হক